গৌতম বুদ্ধার ফিলসফি

“Doubt everything - find your own light.” - Buddha

কোরানেও প্রায় একই রকম কথা লিখা আছে :

“Follow not that of which you have not the knowledge [Q. 17:36]”

প্রথম দর্শনে বুদ্ধার এই ফিলসফিকে আকর্শনীয় মনে হলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে কিছুটা ঝাপসা বলেই মনে হয়। বরঞ্চ কোরানের এই আয়াতকেই বেশী রিয়্যালিস্টিক মনে হয়। প্রথমতঃ বুদ্ধা এখানে ‘লাইট’ বলতে ঠিক কী বুঝাতে চেয়েছেন সেটা সম্ভবতঃ পরিস্কার করে বলেন নি। দ্বিতীয়তঃ তিনি নিজে কোন ‘লাইট’-এর সন্ধান পেয়েছিলেন কি না সেটাও জানা নেই। তিনি সত্যি-সত্যি কোন ‘লাইট’-এর সন্ধান পেয়ে থাকলে বলেন নাই কেন? বুদ্ধার এই ফিলসফিকে বড় জোর টেম্পোরাল লাইফে অ্যাপ্লায় করা যেতে পারে। যেমন, ধরা যাক, বুদ্ধার ফিলসফি অনুযায়ী কিছু লোক ‘লাইট’-এর সন্ধান করা শুরু করলো এবং অবশেষে তারা আস্তিকতা, নাস্তিকতা, ডেইজম, ফ্রি-থিংকিং, অ্যাগনস্টিসিজম ইত্যাদির সন্ধান পেল। এ পর্যন্ত না হয় ঠিকই আছে, যদিও ‘Own light’ বলতে সাত বিলিয়ন মানুষের সাত বিলিয়ন রকম ‘লাইট’-এর সন্ধান পাওয়া কি সম্ভব? বুদ্ধার এই ফিলসফিকে কি টেম্পোরাল লাইফের বাহিরে এক্সটেন্ড করা যেতে পারে? না, তা কিন্তু সম্ভব নয়। কারণ টেম্পোরাল লাইফের বাহিরে ‘লাইট’ হবে মাত্র একটি। অর্থাৎ ক্রিয়েটর আছে (***লাইট***) অথবা ক্রিয়েটর নেই (***ডার্কনেস, নাথিং***)। ফলে বুদ্ধার ‘Own light’ কথাটা কিন্তু এক্ষেত্রে অ্যাপ্লায় করা যাচ্ছে না।

Buddhism (Temporal)

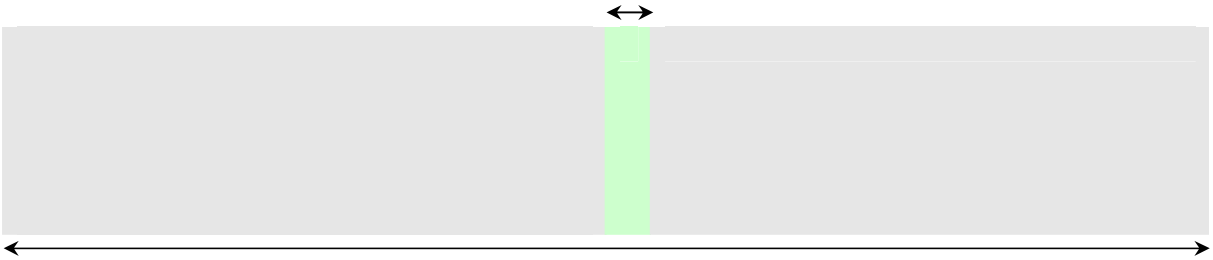

Islam and other major Religions

বুদ্ধার ফিলসফিকে যেমন ‘এ ওয়ে অব লাইফ’ বলা হয়, তেমনি ইসলামকেও ‘এ ওয়ে অব লাইফ’ বলা হয়। দুটো ‘ওয়ে’র মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, বুদ্ধার ফিলসফি যেখানে শুধু টেম্পোরাল লাইফ নিয়েই ডিল করে, সেখানে ইসলাম টেম্পোলার ও স্প্রিচুয়্যাল উভয় লাইফ নিয়েই ডিল করে। এ জন্যই ইসলাম সহ অন্যান্য ধর্মকে ‘কমপ্লিট ওয়ে অব লাইফ’ বলা হয়। বুদ্ধ ধর্মের মেইন ফিলসফি সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হলো (Source: Internet) :

The basic beliefs of Buddhism can be demonstrated in the following concepts and doctrines:

The Four Noble Truths

The First Noble Truth is the existence of suffering. Birth is painful and death is painful; disease and old age are painful. Not having what we desire is painful and having what we do not desire is also painful.

The Second Noble Truth is the cause of suffering. It is the craving desire for the pleasures of the senses, which seeks satisfaction now here, now there; the craving for happiness and prosperity in this life and in future lives.

The Third Noble Truth is the ending of suffering. To be free of suffering one must give up, get rid of, extinguish this very craving, so that no passion and no desire remain.

The Fourth Noble Truth leads to the ending of all pain by way of the Eightfold Path.

The Eightfold Path

The first step on that path is Right Views: You must accept the Four Noble Truths and the Eightfold Path.

The second is Right Resolve: You must renounce the pleasures of the senses; you must harbor no ill will toward anyone and harm no living creature.

The third is Right Speech: Do not lie; do not slander or abuse anyone. Do not indulge in idle talk.

The fourth is Right Behavior: Do not destroy any living creature; take only what is given to you; do not commit any unlawful sexual act.

The fifth is Right Occupation: You must earn your livelihood in a way that will harm no one.

The sixth is Right Effort: You must resolve and strive heroically to prevent any evil qualities from arising in you and to abandon any evil qualities that you may possess. Strive to acquire good qualities and encourage those you do possess to grow, increase, and be perfected.

The seventh is Right Contemplation: Be observant, strenuous, alert, contemplative, and free of desire and of sorrow.

The eighth is Right Meditation: When you have abandoned all sensuous pleasures, all evil qualities, both joy and sorrow, you must then enter the four degrees of meditation, which are produced by concentration.

Buddhist Precepts

There are five precepts taught by Buddhism that all Buddhists should follow:

1. Kill no living thing.
2. Do not steal.
3. Do not commit adultery.
4. Tell no lies.
5. Do not drink intoxicants or take drugs.

সবগুলো ধর্মই এই পাঁচটি উপদেশ দেয় না?

Other precepts apply only to monks and nuns:

1. Eat moderately and only at the appointed time.
2. Avoid that which excites the senses.
3. Do not wear adornments.
4. Do not sleep in luxurious beds.
5. Accept no silver or gold.

http://www.mnsu.edu/emuseum/cultural/religion/buddhism/beliefs.html

উপরের পাঁচটি ধর্মানুশাসনকে (Precepts) কোরান থেকে আন্-প্রগ্রেসিভ মনে হয় না? কোরানে সন্ন্যাসী (Monks) বা সন্ন্যাসিনীর (Nuns) কোন কনসেপ্টও নেই। কোরানের দৃষ্টিতে সবায় সমান।

ইসলাম ছাড়া সম্ভবতঃ সবগুলো মেজর ধর্মেরই ফিলসফি হচ্ছে, ঈশ্বরকে পেতে হলে বিয়ে-সাদী বাদ দিয়ে সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে হবে (That means other religions consider celibacy or monasticism as a great virtue and a means of salvation. This idea is called Monasticism)! অর্থাৎ এই জীবনের সকল প্রকার সুখ-শান্তি-মায়া ত্যাগ করতে হবে! তার মানে আজ থেকে সবায় যদি বিয়ে-সাদী বাদ দিয়ে সন্ন্যাস জীবন যাপন করা শুরু করে তাহলে আগামী ১০০-১৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবী মানুষ শূন্য হয়ে পড়বে! এই ধরনের লাইফে বিজ্ঞান ও টেকনোলজিরও কোন প্রগ্রেস হবে না। সুতরাং এই ফিলসফিকে (Monasticism) কোনভাবেই রিয়্যালিষ্টিক বা প্র্যাগম্যাটিক বলা যেতে পারে না। অন্যদিকে কোরান ও হাদিস উভয়েই ঘোষণা দিয়েছে :

"There is NO Monasticism in Islam" - Q. 57:27, 30:21, 16:72 etc

[According to Oxford Dictionary, 'Secular' means non-Monastic.]

Qur'an is the most secular as well as dynamic Book on the face of the earth.

This demolishes all sorts of useless rituals!

Q.2.177: It is not righteousness that ye turn your faces Towards East or West; but it is righteousness- to believe in GOD and the Last Day, and the Angels, and the Book, and the Messengers; to spend of your substance, out of love for Him, for your kin, for orphans, for the needy, for the wayfarer, for those who ask, and for the ransom of slaves; to be steadfast in prayer, and practice regular charity; to fulfill the contracts which ye have made; and to be firm and patient, in pain (or suffering) and adversity, and throughout all periods of panic. Such are the people of truth, the GOD-fearing.

যাহোক, বুদ্ধার 'ওয়ে অব লাইফ (Some moral advices)'-এর সাথে ইসলামের 'ওয়ে অব লাইফ' এর তেমন কোন কন্ট্রাডিকশন দেখছি না। যদিও বুদ্ধার 'ওয়ে অব লাইফ' প্রায় সবগুলো ধর্মেরই কমন কথা-বাত্রা তথাপি ভালো কিছু থেকে থাকলে সেগুলো মুসলিমরা ফলো করতে পারে। একমাত্র সন্ন্যাস জীবন-যাপন ছাড়া প্রায় সবকিছুই ফলো করা যেতে পারে। *প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেই একেক জন লিটল বুদ্ধা হতে পারে!*